ফি ল হা ল

সাদা সভ্যতার কালো মুখ

শরীফ মুহাম্মদ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার
বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

মানবাধিকারের উপদেশদাতাদের চেহারা » ১১
দুজন নারীর দু-পরিণতি » ১৭
ইসরাইলের সঙ্গে আমেরিকার খুনসুটি » ২১
আস্থার দৃঢ়তাই সমাধান » ২৪
বন্ধ-খোলার খেলা! » ২৭
হায়! ইসরাইলও তালিকা করছে সন্ত্রাসীর » ৩০
হায়! লাশের উপরও বর্বরতা » ৩৩
এ আগুন কীভাবে নিভবে? » ৩৭
দুর্গাবাহিনীর হাতে রাইফেল : টার্গেট কারা? » ৪২
কাগুজে সাধুর কদাকার হৃদয় » ৪৬
কী শিখছে মার্কিন সেনারা? » ৪৯
পশ্চিমা মিডিয়ার গরু মেরে চামড়া দান! » ৫২
বাদী ও বিচারক সমাচার » ৫৫
আভিজাত্যের ফাঁকা বুলি » ৫৮
প্রলাপই যখন কূটনীতি » ৬০
ওয়াজিরিস্তান হয়ে যাচ্ছে কি গোটা মুসলিম জাহান » ৬৩
সিআইএ মুছে ফেলেছে মানুষের টেপ » ৬৬
খ্রিস্টান মিশনারীগুলো কি নিয়ন্ত্রণহীনই থাকবে? » ৬৮
তাচ্ছিল্যের গোড়া কোথায় » ৭১
ফ্রান্সে বোরকায় জরিমানা এবং... » ৭৫
ওবামার ভাষণ নিষ্ফল হবে না » ৭৮
নরওয়ে থেকে লন্ডন : নিজেকে পোড়ানোর আগুন » ৮১
ঈমানের সঙ্গে অবিচলতাই কাম্য » ৮৫

টিপাইমুখ বাঁধ কত ক্ষতি নিয়ে আসছে? » ৮৭
বছর শেষে মার্কিন সেনাদল » ৯১
মানবিক সঙ্কটে ইউরোপ » ৯৪
বিচার-উর্ধ্ব অতিমানব! » ৯৭
হৃদয়ে রক্ত ঝরে » ৯৯
৯/১১-এর পাগলা ষাঁড় » ১০৩
ভোটের অঙ্কে রক্ত! » ১০৬
কসাই এখন খোশহালে! » ১১০
মিসরের মুখে কার ছবি? » ১১৩
রাজনীতিতে রক্তের ঘ্রাণ » ১১৮
ইউরোপের প্রতি মুগ্ধতায় কোনো কল্যাণ নেই » ১২২
সাদা সভ্যতার কালো দাগ » ১২৫
ক্ষমতার জোরে ঠেকানো যায় না ভেতরের ক্ষয় » ১২৯
নিঃসঙ্গ গাজার পাশে ছিল কেবল ব্যথিত অশ্রুর দানা » ১৩১
ইহুদী-তথ্যনৃশংসতার নতুন আয়োজন » ১৩৪
খুনঝরা ধর্মনিরপেক্ষতার বিচিত্র রূপ » ১৩৮
মোদিযুগের কেলি-কাহিনী » ১৪২
প্রিন্স করিম আগাখান কাদের নেতা? » ১৪৫
তুরস্ক : শেয়ানার পুরনো সুর » ১৪৭
ইতির প্রতি আস্থা! » ১৫১
আবার অখণ্ডতার ডাক! » ১৫৪

মানবাধিকারের উপদেশদাতাদের চেহারা

মানবাধিকারের উপদেশ দুনিয়াব্যাপী বিলি-বিতরণ করে বেড়ালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে বহু রাখঢাক সত্ত্বেও তার ভয়াবহ কিছু চিত্র এখন মিডিয়াতে চলে এসেছে। আমরা সেরকম দুটি প্রতিবেদন হুবহু এখানে তুলে ধরছি। দুটি প্রতিবেদনই মূলত গুয়ান্তানামোবে কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে কৃত আচরণ সম্পর্কিত। প্রথমটি ছাপা হয়েছে *দৈনিক প্রথম আলো* ২৮ আগস্ট '০৯ সংখ্যার ৯ম পৃষ্ঠায়। দ্বিতীয়টি ছাপা হয়েছে *দৈনিক ইত্তেফাকের* ২৮ আগস্ট '০৯ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়। পাঠক! প্রতিবেদন দুটি পড়ুন এবং বিশ্বমোড়লের চেহারার উন্মোচিত একটি অংশ দেখুন।

প্রতিবেদন-১

সিআইএর বন্দি নির্যাতন

টানা কয়েকদিন ঘুমাতে না দেওয়া, দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠোকানো, পানিতে ডুবিয়ে রাখা, যে ঘরে তাদের বন্দি করে রাখা হয়েছে, সেই ঘরে বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে শ্বাসকষ্ট দেওয়া, মুখমণ্ডলে অবিরাম চড় মারা—বন্দিদের উপর এ

সিআইএর গোপন কারাগারগুলোয় জিজ্ঞাসাবাদের নামে বন্দিদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এ সময় বন্দিদের প্রায়ই উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। তাদের ঘুমাতে দেওয়া হতো না।

রকম অসংখ্য অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ)।

২০০১ সালে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর বুশ প্রশাসনের নির্দেশে সিআইএর কুখ্যাত সব কারাগারে আটক সন্দেহভাজন জঙ্গিদের স্বীকারোক্তি আদায়ে তাদের উপর গা শিউরে ওঠার মতো এ রকম ভয়ানক নির্যাতন চালানো হয়েছে। গত সোমবার সিআইএর ইন্সপেক্টর জেনারেলের প্রকাশিত প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে এসব বর্বরোচিত নির্যাতনের চিত্র। ২০০৪ সালে তিনি ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিআইএর গোপন কারাগারগুলোয় জিজ্ঞাসাবাদের নামে বন্দিদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এ সময় বন্দিদের প্রায়ই উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। তাদের ঘুমাতে দেওয়া হতো না। এতেও যদি স্বীকারোক্তি আদায় করা না যেত, সিআইএর কর্মকর্তারা তখন অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

মার্কিন লিগ্যাল কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ অ্যাটর্নি স্টিভেন ব্রাডবারি বলেন, নির্যাতন চালিয়ে বন্দিদের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি করা হতো যে, সিআইএ কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর না করে তাদের উপায় নেই। বন্দিরা যে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে—এমন একটা ধারণা তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন বিভিন্ন বেসরকারি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ও সিআইএর কর্মকর্তারা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা বন্দিদের মুখমণ্ডলে চড় মারতেন। তাদের এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হতো যে তারা ঘুমাতে পারত না। টানা ১১ দিন বন্দিদের ঘুমাতে দেওয়া হতো না। তাতেও কাজ না হলে গলায় দড়ি বেঁধে দেয়ালের সঙ্গে তাদের মাথা ঠোকর খাওয়ানো হতো।

সন্দেহভাজন কিছু শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসীকে অন্ধকার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের ওই ঘরে টানা ১৮ ঘন্টা রাখা হতো। তাতেও তারা কাবু না হলে তখন ওই অন্ধকার ঘরে বিষধর পোকামাকড় ছেড়ে দেওয়া হতো। এসবের কোনো কিছুতেই কাজ না হলে তখন পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেওয়া

হতো। তাদের মুখ ও নাকে কাপড় জড়িয়ে তার উপর পানি ঢেলে দেওয়া হতো।

সিআইএর কর্মকর্তারা বন্দিদের ঘরে ২০ থেকে ৪০ সেকেন্ডের জন্য বাতাসের প্রবাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতেন। তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারা এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করার ভয় দেখানোর জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতনের সময় তিন থেকে চারবার শ্বাস নেওয়ার সুযোগ দিয়ে আবার তাদের পানিতে ডোবানো হতো। এরকম চলত ২০ মিনিট ধরে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় পানিতে ডুবিয়ে তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে সিআইএর কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইনও লঙ্ঘন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বন্দির উপর অল্প পানি ঢালার নিয়ম থাকলেও সিআইএ কর্মকর্তারা প্রচুর পরিমাণ ঢালতেন। এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতন চালানো হয়েছে সন্দেহভাজন আলকায়েদার শীর্ষস্থানীয় তিন নেতার উপর। এঁদেরই একজন হলেন খালিদ শেখ মুহাম্মাদ। তাঁর উপর ১৮৩ বার পানি নির্যাতন চালানো হয়েছে। সিআইএর কর্মকর্তারা তাঁর সন্তানদের হুমকি দিতেন। তাঁকে শুনিয়ে বলা হতো যে, আরেক বন্দির মাকে ধর্ষণ করা হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিআইএর কর্মকর্তারা ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত নির্যাতনের সময় বন্দিদের মেরে ফেলার ভয় দেখাতেন। তারা বন্দুক ও বৈদ্যুতিক ড্রিল মেশিন বন্দিদের কাছে নিয়ে হত্যার ভয় দেখাতেন। বন্দিদের শরীর শক্ত ব্রাশ দিয়ে ঘষতেন যতক্ষণ

সিআইএর কর্মকর্তারা বন্দিদের ঘরে ২০ থেকে ৪০ সেকেন্ডের জন্য বাতাসের প্রবাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতেন। তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারা এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করার ভয় দেখানোর জন্যই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। পানিতে ডুবিয়ে নির্যাতনের সময় তিন থেকে চারবার শ্বাস নেওয়ার সুযোগ দিয়ে আবার তাদের পানিতে ডোবানো হতো। এরকম চলত ২০ মিনিট ধরে।

না তাদের চামড়া খসে পড়ত। জিজ্ঞাসাবাদের সময় জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত বন্দিদের গলা চেপে ধরে রাখতেন সিআইএর কর্মকর্তারা। এএফপি।

প্রতিবেদন-২

সিআইএর বন্দি নির্যাতনের আরও অমানবিক চিত্র

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করবেন এক আফগান বন্দি

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর বন্দি নির্যাতনের যে সারমর্ম সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেছে নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র ছিল আরও নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ। মার্কিন গোয়েন্দারা সন্দেহভাজন আলকায়েদা ও তালেবান বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় যেসব কৌশল ব্যবহার করেছেন তার কাছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা তুচ্ছ মনে হতে পারে।

গোয়েন্দারা বন্দিকে জামা পরিয়ে তার কলার ধরে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁকাতেন এবং পেছনে একটি দেয়ালে আছড়ে মারতেন। তাতেও কাজ না হলে হাত ও হাঁটু চেপে জড়োসড়ো অবস্থায় আলোবিহীন বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এ জাতীয় বাক্সের মধ্যে ১৮ সেকেন্ড কারও কাছে নরক মনে হলেও এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কাউকে কাউকে ১৮ ঘন্টার আগে বের করা হয়নি।

অপরদিকে, সম্প্রতি এক আফগান বন্দি কিউবার গুয়ান্তানামোবে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ জাওয়াদ নামের ওই আফগান তরুণের আইনজীবী জানিয়েছেন, যৌক্তিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ চেয়ে মার্কিন আদালতে মামলা করবেন তারা। পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, জাওয়াদকে ২০০২ সালে যখন মার্কিন সেনারা আটক করে তখন তার বয়স ছিল ১২ বছর। জাওয়াদ নিজে বলেছেন, আমি নিষ্পাপ শিশু ছিলাম যখন তারা আমাকে

গ্রেফতার করে। তবে পেন্টাগন তার দাবি অস্বীকার করে বলেছে, তার হাড় স্ক্যান করে দেখা গেছে ওই সময় তার বয়স ছিল ১৭ বছর। তবে জাওয়াদ ক্ষতিপূরণ মামলা করতে অনড় অবস্থানে আছেন। গত সপ্তাহে তিনি গুয়ান্তানামোবে থেকে ছাড়া পেয়ে আফগানিস্তানে ফিরে যান। খবর এএফপি ও বিবিসির।

সিআইএর হাতে বন্দি জিজ্ঞাসাবাদের পূর্ণ কৌশলের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেছে, বন্দিদের সঙ্গে যেসব অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তাতে মার্কিন গোয়েন্দারা তাদের মানুষ বলে মনে করতেন এমন প্রমাণ মেলে না। সিআইএর একটি কৌশল ছিল বন্দিকে বসতে না দিয়ে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। একজন মানুষের পক্ষে ঠায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হলেও বন্দিরা তা করতে বাধ্য হতেন। বসে পড়লে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যেত। অনেককে আবার সব সময় হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে রাখা হতো। একজন বন্দিকে টানা ১১ দিন ঘুমাতে দেওয়া হয়নি এমন ঘটনাও ঘটেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পর বুশ প্রশাসনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সময় এসব বন্দি নিগ্রহের ঘটনা ঘটে।

এমনও দেখা গেছে, সিআইএ এসব বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্মকেও ব্যবহার করেছে। বন্দিকে চড়-থাপ্পড় মেরে মানসিক আঘাত করার কৌশল তারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। দিনের পর দিন থাপ্পড় খেতে খেতে অনেক বন্দি সাময়িকভাবে মানসিক

জাওয়াদকে ২০০২ সালে যখন মার্কিন সেনারা আটক করে তখন তার বয়স ছিল ১২ বছর। জাওয়াদ নিজে বলেছেন, আমি নিষ্পাপ শিশু ছিলাম যখন তারা আমাকে গ্রেফতার করে। তবে পেন্টাগন তার দাবি অস্বীকার করে বলেছে, তার হাড় স্ক্যান করে দেখা গেছে ওই সময় তার বয়স ছিল ১৭ বছর।

ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতেন। এসব কৌশলেও মন না ভরলে গোয়েন্দারা বন্দিকে জামা পরিয়ে তার কলার ধরে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁকাতেন এবং পেছনে একটি দেয়ালে আছড়ে মারতেন। তাতেও কাজ না হলে হাত ও হাঁটু চেপে জড়োসড়ো অবস্থায় আলোবিহীন বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। এ জাতীয় বাক্সের মধ্যে ১৮ সেকেন্ড কারও কাছে নরক মনে হলেও এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কাউকে কাউকে ১৮ ঘণ্টার আগে বের করা হয়নি। মুখে পানি ঢালার সময় আরও অমানবিক আচরণ করা হতো। মাত্র তিন থেকে চার বার শ্বাস নিতে দিয়ে ২০ থেকে ৪০ সেকেন্ড নাকে-মুখে তীব্র বেগে পানি ছুঁড়ে দম বন্ধ করা হতো। এরকম ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর গোটা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। তবে বুশ আমলে সিআইএর জড়ো করা এই কলঙ্ক মুছতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামার প্রশাসন গত সোমবার এক ফৌজদারি তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যতে যাতে এসব অপকৌশল ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন ওবামা। ■

অক্টোবর ২০০৯

দুজন নারীর দু-পরিণতি

প্রথমে আমরা একটি খবর পড়ে দেখতে পারি। খবরটি ছাপা হয়েছে ২৮ নভেম্বরের (২০১০) *দৈনিক প্রথম আলোতে*। এ খবর অবশ্য দেশের অন্য সব মিডিয়াতেই এসেছে ভিন্ন ভিন্নভাবে। কোথাও নিজস্ব প্রতিনিধির সূত্রে, কোথাও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সূত্রে :

অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে
মামলা করার নির্দেশ

ভারতের বুকার বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায় ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হুররিয়াত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানির বিরুদ্ধে অবিলম্বে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা করার জন্য নয়াদিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার নয়াদিল্লির মহানগর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট নভিতা কুমারী রাঘা ওই নির্দেশ দেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আওতায় অরুন্ধতী রায় ও গিলানিসহ আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া আগামী ৬ জানুয়ারির মধ্যে মামলা দায়ের সংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতে পেশ করতে

কাশ্মীর কোনো দিনই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। এটা ঐতিহাসিক সত্য। এমনকি ভারত সরকার নিজেও তা মেনে নিয়েছে। অরুন্ধতী রায়ের এই বক্তব্যে ভারতজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।